তারিখ · 2-8 মার্চ 2016 ……
পৃষ্ঠা ·· 7 ··· কলাম · 2 ……

আমাদেরসময়

দুই মন্ত্রীর অর্থদণ্ড, অনাদায়ে জেল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আদালত অবমাননার দায়ে খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হককে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দিয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। দুই মন্ত্রীর প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আগামী ৭ দিনের মধ্যে এই জরিমানা লিভার ফাউন্ডেশন ও ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে অনুদান হিসেবে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী কামরুল ইসলাম ও আ ক ম মোজাম্মেল হকের উপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন ৮ সদস্যের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ গতকাল এ রায় দেন। একই সঙ্গে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে করা দুই মন্ত্রীর আবেদন নামঞ্জুর করা হয়। এর মাধ্যমে আদালতের মর্যাদা ক্ষুণ্নের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়ে দেন আদালত। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শাস্তি পেতে হলো পদে থাকা দুই মন্ত্রীকে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক রায়ের পর গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, আদালতের রায় নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। তবে আমি আদালতের কাছে রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে আবেদন জানাব। অন্যদিকে খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। এর আগে গত রোববার দুই মন্ত্রী আপিল বিভাগে হাজিরা দেন।

গত ৫ মার্চ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মীর কাসেম আলীর আপিল মামলা পুনঃশুনানির দাবি জানান। ওই শুনানিতে প্রধান বিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেলকে অংশ না নেওয়ার জন্য বলেন তিনি। একই অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী মোজাম্মেল হকও প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত নিয়ে কামরুল ইসলাম ও মোজাম্মেল হকের বক্তব্যে স্তম্ভিত হয়ে ৮ মার্চ আপিল বিভাগ তাদের তলব করেন। একই সঙ্গে আদালত অবমাননার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে কেন কার্যক্রম শুরু করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল দেন। এরপর দুই মন্ত্রী আদালতের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলামম ১

কামরুল ইসলাম

আ ক ম মোজাম্মেল হক

এই শাস্তির মাধ্যমে দেশবাসী একটি বার্তা পাবে —আদালত

অপরাধের মাত্রা ক্ষমার অযোগ্য —অ্যাটর্নি জেনারেল

দুই মন্ত্রীর অর্থদণ্ড

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) চেয়ে ব্যাখ্যা জমা দেন। তাদের অপরাধের মাত্রা 'এতই বেশি' যে, ওই আবেদন আদালত গ্রহণ করেননি বলে গতকাল রায়ের পর জানান অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। এদিকে রায় ঘোষণার আগে প্রধান বিচারপতি আদালতে বলেন, 'আমরা উচ্চ আদালতের বিচারকরা সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করেছি। প্রতিবেদনে (দুই মন্ত্রী যে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়েছিলেন, সেই অনুষ্ঠান নিয়ে গণমাধ্যমে আসা প্রতিবেদন) অনেকের নাম এসেছে। সবার নামে আমরা প্রোসিডিংস ড্র করিনি। প্রকৃতপক্ষে কনটেম্পট নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চাইনি। দুই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কনটেম্পট প্রোসিডিংস ড্র করা হয়েছে জাতিকে একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য।' এই বার্তা সম্পর্কে জানতে চাইলে মাহবুবে আলম পরে সাংবাদিকদের বলেন, 'আদালতের মর্যাদা কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন করা উচিত নয়– বিষয়টি যাতে দুই মন্ত্রীর সাজার মধ্যদিয়ে দেশের মানুষ বুঝতে পারে, সেই বার্তাই আপিল বিভাগ দিতে চেয়েছেন।'

গতকাল আদালতে কামরুল ইসলামের পক্ষে শুনানি করেন আবদুল বাসেত মজুমদার। মোজাম্মেল হকের ক্ষমা চেয়ে করা আবেদনটি উপস্থাপন করেন তার আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক। সকাল সাড়ে ৯টায় শুনানি শুরু হয়। প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহা বলেন, 'দুই মন্ত্রীর আদালত অবমাননা মামলার পূর্ণাঙ্গ রায়েই দেখা মিলবে টাকার খেলা কোন দিকে হয়েছে।' এদিকে শুরুতেই অ্যাডভোকেট আবদুল বাসেত মজুমদার খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলামের পক্ষে নিঃশর্ত ক্ষমার আবেদন করেন। এরপর বিচারপতি আবদুল ওয়াহ্হাব মিয়া অ্যাটর্নি জেনারেলকে দুই মন্ত্রীর বক্তব্য সংবলিত দৈনিক জনকণ্ঠের প্রতিবেদনটি পড়তে বলেন। অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম পত্রিকায় প্রকাশিত দীর্ঘ সেই প্রতিবেদনে লেখা দুই মন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্য পড়ে শোনান। পরে প্রধান বিচারপতি বক্তব্য নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। এরপর সকাল ৯টা ৫৭ মিনিটের দিকে আদালতের কার্যক্রম ১০ মিনিটের জন্য মুলতবি করে বিচারপতিরা খাস কামরায় যান। সেখান থেকে ১০টা ২০ মিনিটে তারা আবার এজলাসে বসেন। এরপর দুই মন্ত্রীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে রায় দেন। এ সময় প্রধান বিচারপতি বলেন, 'উচ্চ আদালতের সব বিচারক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাদের বক্তব্য শুনেছেন। এই অভিযোগটি আমরা বিচার বিশ্লেষণ করেছি। জনকণ্ঠ পত্রিকায় যাদের নাম এসেছে আমরা তাদের সবাইকে ডাকিনি। অনেকে বক্তব্য দিয়েছেন, নানা দিক বিবেচনায় নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিইনি। প্রকৃতপক্ষে আদালত অবমাননা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চাই না। তিনি আরও বলেন, দুই মন্ত্রীর সাংবিধানিক দায়দায়িত্ব রয়েছে। আজকে এই দুজনের ব্যাপারে রায় দেওয়া হলো। এর মাধ্যমে দেশবাসী একটা বার্তা পাবে। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'জনকণ্ঠের স্বদেশ রায় আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী অনেক জাজমেন্টের রায় লেখেননি। তারা তো বিতর্কিত ব্যক্তি। দুই মন্ত্রী কীভাবে একমঞ্চে তাদের সঙ্গে বসলেন। এটা তো নৈতিকতার প্রশ্ন। তারা অ্যাটর্নি জেনারেল সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করেছেন।' এরপর বাসেত মজুমদার বলেন, 'দুঃখিত জনকণ্ঠের রিপোর্ট আমি পড়িনি।' এরপর বিচারপতি আবদুল ওয়াহ্হাব মিয়া বলেন, 'আমরা প্রতিবেদনটি পড়ালাম এ কারণে যে, তারা যা বলেছেন তা সবার জানা দরকার।' প্রধান বিচারপতি বলেন, 'খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু আদালত তাদের ক্ষমার আবেদন গ্রহণ করতে অপারগ। তারা সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়েছেন। কিন্তু যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন তাতে প্রধান বিচারপতির দপ্তর ও বিচার বিভাগকে হেয়প্রতিপন্ন করেছেন। বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। তাই তাদের আবেদন খারিজ করা হলো। শুরুতেই তারা নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাদের সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছি। তাই দুজনকে দোষী সাব্যস্ত করে এই দণ্ড দেওয়া হলো।'

এদিকে 'টাকার খেলা' বলতে কী বুঝলেন জানতে চাইলে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম পরে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি আদালত প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থার ওপর চরমভাবে ক্ষুব্ধ। তবে রায়ের কপি পেলেই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।' উল্লেখ্য, মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মীর কাসেম আলী প্রচুর অর্থ খরচ করছেন– এমন গুঞ্জন রয়েছে। এ নিয়ে দোষারোপ হয়েছে নানাজনের বিরুদ্ধে।